

## প্রসঙ্গঃ কিছু অবিএনপিসুলভ কাজকাম

গত ০৮ ও ০৯ই জুন (২০০৬) তারিখে প্রকাশিত পরস্পর বিরোধী দু'টি ছোট্ট সংবাদ কোট করে আজকের লেখাটি শুরু করছিঃ

১- শিল্পপতি বুলুর উপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর অভিযোগে মতিঝিল থানার ওসি আব্দুল মোত্তালেব সাময়িকভাবে বরখাস্ত। ডিটেইলস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে জনৈক মন্ত্রীর সাথে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে বিএনপি ঘরানার এই শিল্পপতি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। রিমান্ডের নামে তার উপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন, প্ল্যাসার দিয়ে তার নখ উপড়ে ফেলা হয়, ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার আতর্কীকার শুনে মন্ত্রীমহোদয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। ইংরেজীতে স্যাডিস্ট বলে একটি শব্দ আছে যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ধর্ষকামী। তবে আভিধানিক অর্থের চেয়ে বাস্তব উদাহরণ আরও বেশী জীবন্ত, বিশেষ করে মন্ত্রী পদমর্যাদার কোন ব্যক্তি যদি সেই উদাহরণ স্থাপন করেন। (মন্ত্রীর নামটি অধিকাংশ সংবাদপত্র উহ্য রেখেছে, কারণ ভাশুরের নাম নেয়া শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী সংবাদপত্রওয়ালারা হাওয়া ভবনের আশীর্বাদধন্য শিল্পপতি গিয়াসউদ্দিন আল-মামুনের নাম সগৌরবে প্রচার করেন, তবে ভুলেও তার নেপথ্য পৃষ্ঠপোষকের নাম উচ্চারণ করেন না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, মন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে, তবে সেই পুতঃপবিত্র নামটি অধিকাংশ সংবাদপত্র উহ্য রেখেছে। তবে রিপোর্টিংয়ের গুনে মন্ত্রীর নামটি বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। মন্ত্রীর সাথে নৈকট্যের কারণে ওসি মোত্তালেবকে যেহেতু সহকর্মীরা কৌতুক করে মীর্জা মোত্তালেব বলে ডাকতো এবং বৈশাখী টেলিভিশনসংক্রান্ত গভগোলের কারনেই যেহেতু বুলু সাহেবের এই বিপত্তি, সুতরাং এই দুর্ধর্ষ মন্ত্রী যে পুতঃমন্ত্রী মীর্জা আব্বাস তা একটি বালকও বুঝতে পারে। পাঠকদের স্মরণ নাও থাকতে পারে যে মাসকয়েক আগে পুতঃমন্ত্রী মহোদয়ের আশীর্বাদধন্য আরেক ওসি রফিক মীরপুর এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা সুমনকে খুন করে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন।)

২- প্রাইভেট কার ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশ সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে এক ছিনতাইকারীকে বামাল গ্রেফতার করে। পরে জানা যায় যে এই ছিনতাইকারীর নাম পবন এবং সে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেনের ছেলে। ধারণা করা অসমিচিন হবে না যে কর্তব্যরত পুলিশ হয়তো ছিনতাইকারীকে প্রথমে চিনে উঠতে পারেনি। চিনতে পারলে এমন অর্বাচীন কাজ পুলিশ কখনও করতো না, বরং সে যাতে নির্বিঘ্নে গাড়ীটি নিয়ে চলে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতো। আমার এই সন্দেহের পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে সিলেটে সাইফুর রহমান ও ইলিয়াস আলীর ক্যাডারগণ যখন প্রকাশ্যে শক্তির মহড়া দিচ্ছিল, তখন তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিল নানা সাইজের নানা ক্যালিবারের আগ্নেয়াস্ত্র। মেইনফ্রীম সকল সংবাদপত্রেই সে বিবরণ ছাপা হয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনী এই প্রকাশ্য অস্ত্রপ্রদর্শনে কোন বিঘ্ন ঘটায়নি, বরং ক্যাডারা যাতে সফলভাবে অস্ত্রপ্রদর্শন শেষ করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। পুলিশের ফিলসফি হলো- যতো পার বিরোধী দল পেটাও, সে যদি নিরস্ত্র নারীও হয়- কিছু পরোয়া নেই। তবে সাবধান, কিছুতেই সরকারী ক্যাডারদের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। এই ফিলসফির ধারক একটি বাহিনী যে জ্ঞাতসারে কোন মন্ত্রীপুত্রকে এয়ারেফ্ট করবে- তা ভাবাও পাপ। সুতরাং পবনকে গ্রেফতারের আগে পুলিশ যদি বুঝতে পারতো যে সে মন্ত্রী পদমর্যাদার ক্ষমতাধর কোন ব্যক্তির ছেলে, তাহলে এই ভুল তারা কখনও করতো না। কামনা করি এই অজ্ঞানকৃত ভুলের জন্যে পুলিশ ভাইদের কোন শাস্তির সন্মুখীন হতে হবে না।

সংবাদ দু'টি পরস্পরবিরোধী, কারণ প্রথম সংবাদের জন্মদাতা মন্ত্রীকে ঠিক পরের দিনই বাজেট-পাশ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পাশে হাস্যোজ্জল মুখে বসে থাকতে দেখা গেল, দেখা গেল মুক্তাঙ্গনে মান্নান ভূঁইয়ার পাশে বসে জ্বলাময়ী ভাষণ দিতে। বুলুসংক্রান্ত স্ক্যান্ডাল তার

হাসিমুখে বিন্দুমাত্র মলিনতার সৃষ্টি করেছে বলে মনে হলো না, বরং তার পরিতুষ্ট হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন মন্ত্রীসভায় তার আরেক ধাপ প্রমোশন আসন্ন। পক্ষান্তরে হুইপপুত্র পবন শ্রীঘরে, কারণ সে করেছে সামান্য একটি গাড়ীচুরি, **বিএনপি'র অভিধান অনুযায়ী যা প্রায় ঘটচুরির সমতুল্য অপরাধ!** বিএনপি'র দর্শন হলো- ‘মারি তো হাতি, লুটি তো ভান্ডার’। এই দর্শন ফলো করে গোরস্থানের একজন পেটি চাঁদাবাজও ব্যাংকবীমা কোম্পানীর মালিকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, হতে পারে শতকোটি টাকার আকাশ চ্যানেলের মালিক। এই দর্শন ফলো করে বিরোধী দলের ভরা সভায় গ্রেনেডবাজী করে অগ্নিত আদমসন্তানের রক্ত ঝরিয়েও রাষ্ট্রের উচ্চ আসনে আসীন থাকা যায়, রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে দুর্গীতিতে পর পর চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েও মান্নান ভুইয়াদের মতো জনসভায় দাড়িয়ে বড় বড় কথা বলা শোভা পায়। এই হচ্ছে বিএনপি'র রাজনীতি। এই রাজনীতির ধারক কারও ছেলে সামান্য গাড়ীচুরির দায়ে শ্রীঘরে যাবে এর চেয়ে অবমাননাকর বিষয় আর কী হতে পারে? এরূপ কাজ যদি আওয়ামী ঘরানার কেউ করতো মেনে নেয়া যেতো, কারণ রাজভান্ডার লুটার মতো বুকের পাটা বাকশালীদের নেই, তাদের দোঁড় বড়জোর ছিচকে চুরি পর্যন্ত। সন্ত্রাস-বিদ্যায়ও বাকশালীরা বিএনপি'র তুলনায় হাজার বছর পিছিয়ে। আওয়ামী লীগের ফুঁকে উল্লেখযোগ্য গড়ফাদার বলতে ছিল সবেধন নীলমনি এক হাজারি, যার জয়গানে বাংলাদেশের আকাশবাতাস পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছিল তখন; প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ইত্যাদি সত্যনিষ্ঠ সংবাদপত্রের কল্যাণে আওয়ামী লীগ আর হাজারি এক হয়ে গিয়েছিল। বিএনপি'র কল্যাণে দেশে আজ হাজার হাজার হাজারি। দুলু-বুলু, পিন্টু-ছেল্টু, শহীদুল-মঞ্জুরুল, ইলু-মিলু, মীর্ষা-ভুইয়া, শাজু-নিজাম, মুন্সী-মুফতি ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী গড়ফাদারদের মিলনমেলা। এদের কার্যক্রমের তুলনায় জয়নাল হাজারি যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। হাজারির রেকর্ডে জমা আছে এক টিপু সুলতান, প্রথম আলোর কল্যাণে যে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল তখন। বিএনপি গড়ফাদারদের কল্যাণে কত শত টিপু সুলতানের জন্ম হয়েছে সে কাহিনী লিখতে গেলে এক অষ্টাদশ খন্ড মহাভারত রচনা করতে হবে। বুলুর নখোৎপাতন কিংবা শিল্পপতি জামালউদ্দিনের কঙ্কাল উদ্ধার অসংখ্য ঘটনার দু'টি লেটেস্ট নমুনা মাত্র।

সুতরাং হুইপপুত্র পবন যা করেছে- তা নিতান্তই অবিএনপিসুলভ কাজ। এমন কাজকে ধিক্কার জানিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলে গেছেন- “ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুনী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল”।

কাজে নামার আগে পবনের উচিত ছিল বছর কয়েক কোন এক প্রতিষ্ঠিত গড়ফাদারের শাগরেদি করে কলাকৌশল ভালোমত রপ্ত করে নেয়া, তার দল লুটপাটের যে স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে তার ফসল ঘরে তোলা। তা'হলে আজ আর তাকে শ্রীঘরে যেতে হতো না, পার্টির ললাটেও এমন কলঙ্কতিলক লাগতো না। সামান্য টয়োটা গাড়ীর পরিবর্তে হয়তো তার ভান্ডারে এসে ভিড় করতো বিএমডব্লিও-মার্সিডিজ সুন্দরীরা।

মাননীয় হুইপ মহোদয় যে জাতীয়তাবাদী দর্শনানুযায়ী ডাবলু-পবনদের গড়ে তুলতে পারেননি- তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তার এই অমার্জনীয় ব্যর্থতা ম্যাডাম কীভাবে নেন সেটিই এখন দেখার বিষয় কেবল।

ছগীর আলী খাঁন

১২ই জুন ২০০৬